ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন নবী, মানব জাতির সৃষ্টির শুরুতেই যার মর্যাদার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল মহান রবের দরবারে। ইবরাহীম (আ) এর দোয়ার বাস্তবায়নে ইসমাঈল (আ) এর বংশে আরবে শ্রেষ্ঠতম কুরাইশ বংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন। সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন "এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুয়্যত পেয়েছি।"[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম নিঃসন্দেহে উম্মাতের জন্য মহা আনন্দের বিষয়। তবে এ আনন্দ প্রকাশ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসারে হয় তাহলে তাতে সাওয়াব হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মীলাদ বা জন্মে আমাদের আনন্দ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসারে করতে পারলে আমরা এতে অফুরন্ত সাওয়াব ও বরকত লাভ করতে পারব। মীলাদ পালনের সুন্নাত পদ্ধতি হলো প্রতি সোমবার সিয়াম পালনের মাধ্যমে আল্লাহর দবরারে শুকরিয়া জানানো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আমাদের এ পদ্ধতি শিখিয়েছেন। এ ছাড়া আমরা দেখেছি যে, মূসা (আ) ও পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিন সিয়াম পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মীলাদ বা জন্মে আনন্দ প্রকাশের দ্বিতীয় সুন্নাত পদ্ধতি হলো সর্বদা তাঁর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা। তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন আমরা জীবন বিলিয়ে দিলেও তাঁর সামান্যতম প্রতিদান দিতে পারব না, কারণ আমরা হয়ত আমাদের পার্থিব সংক্ষিপ্ত জীবনটা বিলিয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি তো আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক অনন্ত জীবনের সফলতার পথ দেখাতে তাঁর মহান জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি আমাদের নূন্যতম দায়িত্ব যে আমরা সর্বদা তাঁর জন্য সালাত ও সালাম পাঠ করব। আল্লাহর যিক্‌র ও সালাত সালামের জন্য ওযু করা শর্ত নয়, তবে তা উত্তম। বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতে, ওযুসহ বা ওযুছাড়া সর্বাবস্থায় সালাত-সালাম পাঠ করতে হবে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, একবার সালাত পাঠ করলে বান্দা নিম্নের সাত প্রকার পুরস্কার লাভ করে: একবার দরুদ পাঠ করলে

(১) মহান আল্লাহ দরুদ পাঠকারীর দশটি গোনাহ ক্ষমা করেন

(২) দশটি সাওয়াব দান করেন

---

[১] সহীহ মুসলিম ২/৮১৯।

সূচীপত্র

মীলাদুন্নবী উদযাপন: ইবাদত, উপকরণ সুন্নাত বনাম খেলাফে সুন্নাত /৬
প্রথমত, মীলাদুন্নবী: পরিচিতি /৬
(ক) "মীলাদ" বা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন /৭
(খ) হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন /৭
(১) জন্মবার: সোমবার /৭
(২) জন্ম বৎসর: হাতির বৎসর /৯
(৩) জন্মমাস ও জন্মতারিখ: হাদীসে উল্লেখ নেই /৯
(গ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন: আলিমণের ১২টি মতামত /৯
দ্বিতীয়ত, মীলাদুন্নবী ইতিহাসের আলোকে /১২
(ক) ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে কেউ 'মীলাদ' পালন করেননি /১২
(খ) মীলাদুন্নবী উদযাপন: শিয়াগণ কর্তৃক প্রাথমিক প্রবর্তন /১৪
(গ) শিয়া সম্প্রদায়ের ঈদে মীলাদুন্নবী: অনুষ্ঠান পরিচিতি /১৫
(ঘ) ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন: প্রকৃত প্রবর্তন ও ব্যাপক উদযাপন /১৬
(ঙ) আবু সাঈদ কূকুবূরীর পরিচিতি /১৬
(চ) কূকুবুরীর ঈদে মীলাদুন্নবী: অনুষ্ঠান পরিচিতি /১৮
(ছ) ঈদে মীলাদুন্নবী: কূকুবূরীর পরে /২০
(জ) নবীজীর (ﷺ) মীলাদ উদ্‌যাপন বনাম ওরস উদ্‌যাপন /২২
(ঝ) কিয়াম বা দাঁড়ান /২৩
(ঞ) বর্তমান যুগে মীলাদ মাহফিল /২৫
তৃতীয়ত, মীলাদুন্নবী: সুন্নাতের আলোকে /২৬
(ক) মীলাদের সুন্নাত সম্মত ইবাদতসমূহ /২৬
(খ) মীলাদের মধ্যে খেলাফে সুন্নাত: বিতর্ক ও কারণ /২৭
(১) সমস্যা কোথায় /২৭
(২) মীলাদ উদ্‌যাপন: ইবাদত বনাম পদ্ধতি /২৮
(৩) মীলাদের দলিল প্রমাণাদি: পক্ষ ও বিপক্ষ /২৯
(৪) সমস্যা শুধু সুন্নাতকে নিয়ে /৩৫
(৫) পাপ, হারাম ও শিরক মিশ্রিত মীলাদ অনুষ্ঠান /৩৬
বর্তমানে যারা সালামের জন্য উঠে দাঁড়ান তাঁদের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে: /৩৭
(চ) মীলাদ পালনের কিছু নতুন ও উন্নত (!) পদ্ধতি /৪২
(ক) ঈদে মীলাদুন্নবীর নামায /৪৩
(খ) শুকরানা সাজদাসহ মীলাদ মাহফিল /৪৩
(গ) পুষ্পার্পণের মাধ্যমে মীলাদ /৪৩
(ঘ) কদমবুছী ও যমিনবুছীর মাধ্যমে মীলাদ পালন /৪৪
(ঙ) দফ বাজানোসহ মীলাদ /৪৪
(চ) দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে মীলাদ /৪৪
চতুর্থত, মীলাদ অনুষ্ঠান: আমাদের অনুভূতি /৪৫
মাসনুন পদ্ধতিতে মীলাদ পালনের জন্য আমাদের নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ রাখা প্রয়োজন: /৪৫

মীলাদুন্নবী উদযাপনঃ ইবাদত, উপকরণ সুন্নাত বনাম খেলাফে সুন্নাত

আজকের দুনিয়ায় মুসলিম উম্মাহর অন্যতম উৎসব হলো ঈদে মীলাদুন্নবী। প্রতি বৎসর ১২ই বরিউল আউআল আমরা এই ঈদ পালন করে থাকি। এছাড়া কোনো কোনো দেশে মুসলমানগণ সারাবৎসরই বিভিন্ন উপলক্ষ্যে 'মীলাদ মাহফিল' করে থাকেন। 'মীলাদ' বা ঈদে মীলাদুন্নবী নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। এর পক্ষে ও বিপক্ষে অন্তহীন বিতর্ক চলছে। আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের সামান্য জ্ঞানে মীলাদের জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার বিষয়ে নতুন কিছু বলার নেই, বলার চেষ্টাও করছি না। আমি মূলত সুন্নাতের আলোকে আমাদের মীলাদ মাহফিলের আলোচনা করর। এখানে মীলাদ বিষয়ক আলোচনার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে যে সকল খেলাফে সুন্নাত কাজ সংঘটিত হয় তার পিছনে ইতোপূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকে একাধিক পদ্ধতি বিদ্যমান। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের দিকে না তাকিয়ে শুধুমাত্র ফযীলতের আয়াত ও হাদীসের উপর নির্ভর করে ইবাদত তৈরি করা, জায়েয ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য না রাখা, উপকরণ ও ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে না পারা ইত্যাদি।

আল্লাহ দয়া করে তাওফীক প্রদান করলে আমি মীলাদের মধ্যে সুন্নাত কী কী এবং কীভাবে আমরা যথাসম্ভব সুন্নাত পদ্ধতিতে মীলাদ পালন করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা করব। মীলাদ আমাদের অতি পরিচিত অনুষ্ঠান হলেও আমরা অনেকেই শুধু একে বিদ'আত বা বিদ'আতে হাসানা বলেই জানি, এর বিস্তারিত ইতিহাস জানি না, এজন্য মীলাদের সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত আলোচনার পূর্বে আমি এর ইতিহাসআলোচনা করতে চাচ্ছি।

প্রথমত, মীলাদুন্নবীঃ পরিচিতি

মীলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থঃ জন্মসময়। এই অর্থে "মাওলিদ" শব্দটিও ব্যবহৃত হয়[৩]। আল্লামা ইবনু মানযূর লিখছেনঃ

"ميلاد الرجل: اسم الوقت الذي ولد فيه"

অর্থাৎ"লোকটির মীলাদঃ যে সময়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে সময়ের নাম।"[৪]

স্বভাবতই মুসলমানেরা "মীলাদ" বা "মীলাদুন্নবী" বলতে শুধুমাত্র নবীজী ﷺ

---

[৩] ডঃ ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুজাম আল-ওয়াসীত ২/১০৫৬।
[৪] ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব ৩/৪৬৮।

এর জন্মের সময়ের আলোচনা করা বা জন্ম কথা বলা বুঝান না। বরং তাঁরা "মীলাদুন্নবী" বলতে নবীজীর (ﷺ) জন্মের সময় বা জন্মদিনকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদযাপন করাকেই বোঝান। তাঁর জন্ম উপলক্ষে কোনো আনন্দ প্রকাশ, তা তাঁর জন্মদিনেই হোক বা জন্ম উপলক্ষে অন্য কোনো দিনেই হোক, যেকোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর জন্ম পালন করাকে আমরা "মীলাদ" বলে বুঝি।

(ক) "মীলাদ" বা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন

মীলাদ অনুষ্ঠান যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন পালন কেন্দ্রিক, তাই প্রথমেই আমরা তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব। কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর "মীলাদ" অর্থাৎ তাঁর জন্ম, জন্ম সময় বা জন্ম উদযাপন বা পালন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কুরআন কারীমে পূর্ববর্তী কোনো কোনো নবীর জন্মের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে কোথাও কোনোভাবে কোনো দিন, তারিখ, মাস উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপভাবে, "মীলাদ" পালন করতে, অর্থাৎ কারো জন্ম উদযাপন করতে বা জন্ম উপলক্ষে আলোচনার মজলিস করতে বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের কোনো নির্দেশ, উৎসাহ বা প্রেরণা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র আল্লাহর মহিমা বর্ণনা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যই এসকল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন সম্পর্কে আলোচনায় হাদীস শরীফ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণের মতামতের উপর নির্ভর করব:

(খ) হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন

(১) জন্মবার: সোমবার

আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন:

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

"এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুয়্যত পেয়েছি।"[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন:

وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ يَوْمَ

[৫] সহীহ মুসলিম ২/৮১৯।

الاثْنَيْنِ"

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুয়্যত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তেকাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ানা করেন, সোমবারে মদীনা পৌঁছান এবং সোমবারেই তিনি হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।"[৬]

সোমবারের রোযা সম্পর্কে অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) বলেন, "রাসূলে আকরাম ﷺ অধিকাংশ সময় সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

إِنَّ الأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ أَوْ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلا الْمُتَهَاجِرَيْنِ فَيَقُولُ أَخِّرْهُمَا"، "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ".

প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে মানুষের কর্ম আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, অতঃপর আল্লাহ সকল মুসলিম বা সকল মুমিনকে ক্ষমা করে দেন, শুধুমাত্র পরস্পরে রাগারাগি করে সম্পর্কছিন্নকারীদেরকে ক্ষমা করেন না, তাদের বিষয়ে তিনি বলেন: এদের বিষয় স্থগিত রাখ।"[৭]

তিরমিযীর বর্ণনায়: "সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের কর্মসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়; এজন্য আমি চাই যে, আমার কর্ম এমন অবস্থায় আল্লাহর দরবারে পেশ করা হোক যে আমি রোযা আছি।"[৮]

এভাবে সহীহ হাদীসের আলোকে প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ শুক্রবারের কথা বলেছেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা সহীহ হাদীসের বর্ণনার পরিপন্থী। অনেক তাবে-তাবেয়ী এ বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকতেন। তারা বলতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মবার সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায়নি। সম্ভবত এ বিষয়ের হাদীস তাঁদের জানা ছিল না বলেই এইমত পোষণ করেছেন।[৯]

---

[৬] মুসনাদে আহমাদ ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬।
[৭] মুসনাদে আহমদ ১৬/১৫৫, নং ৮৩৪৩।
[৮] সুনানে তিরমিযী ৩/১২২, নং ৭৪৭। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।
[৯] ইবনু রাজাব, লাতায়েফুল মায়ারেফ ১/১৪৭।